গল্পে গল্পে আদব সিরিজ ০১



খাবার ও পানাহারের আদব

জাহিদ হাসান

TIFLOON Publishing



আম্মু মিষ্টি হেসে বললেন, না বাবা, চিন্তার কিছু নেই। যদি কখনও খাওয়ার শুরুতে "বিসমিল্লাহ" বলতে ভুলে যাও, আর হঠাৎ যখনই মনে পড়বে, তখনই বলবে—

بِسْمِ اللَّهِ فِي أَوَّلِهِ وَآخِرِهِ

আমাদের রাসূল ﷺ বলেছেন, যখন তোমাদের কেউ কোন খাবার খাবে, তখন সে যেন 'বিসমিল্লাহ' বলে। প্রথমে কেউ তা বলতে ভুলে গেলে সে যেন মনে পড়লে এই দু'আটি বলে। (তিরমিযীঃ ১৮৫৮)

সাফওয়ান খুশি হয়ে বলল, জাযাকিল্লাহু খাইর, আম্মু! আপনি সবসময় আমাকে সঠিক জিনিস শিখিয়ে দেন!

আম্মু সাফওয়ানের মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বললেন, ওয়াইয়্যাকি, আমার বুদ্ধিমান ছেলে।



এরপর উস্তায আমাদের পানি পানের আরও কিছু আদব সম্পর্কে শিক্ষা দিলেন। তিনি বললেন, আমরা অনেক সময় খুব বেশি পিপাসা লাগলে তড়িঘড়ি করে পানি পান করা শুরু করি। এক ঢোকে পানি খেতেই থাকি, খেতেই থাকি। এতে করে যেকোনো সময় আমাদের নাকে, মাথায় পানি উঠে যেতে পারে, দমও বন্ধ হয়ে যেতে পারে। এমন তড়িঘড়ি করে পানি পান করা যাবে না।

নবি ﷺ তিন নিঃশ্বাসে পানি পান করতেন এবং বলতেন, এতে বেশী তৃপ্তি আসে ও পিপাসা নিবারণ হয়, পিপাসার কষ্ট থেকে বা কোন ব্যাধি সৃষ্টির হাত থেকে বেশী পরিমাণে বাঁচা যায় এবং হজম, পরিপাক ও দেহের উপকার বেশী হয়। তাই আমাদের ও উচিত তিন নিঃশ্বাসে পানি পান করা। (বুখারী, মুসলিম হা/২০২৮)।

উস্তায আরও বললেন, কখনো সোনা বা রুপার পাত্রে খাওয়া বা পান করা উচিত নয়। কারণ এটা অহংকারের লক্ষণ আর আল্লাহ অহংকারীকে একদম পছন্দ করেন না। রাসূল ﷺ বলেছেন, তোমরা সোনা-রূপার পাত্রে পানাহার করোনা।

(বুখারী হা/ ৫৬৩৩)

গল্পে গল্পে আদব সিরিজ ০২



জাহিদ হাসান

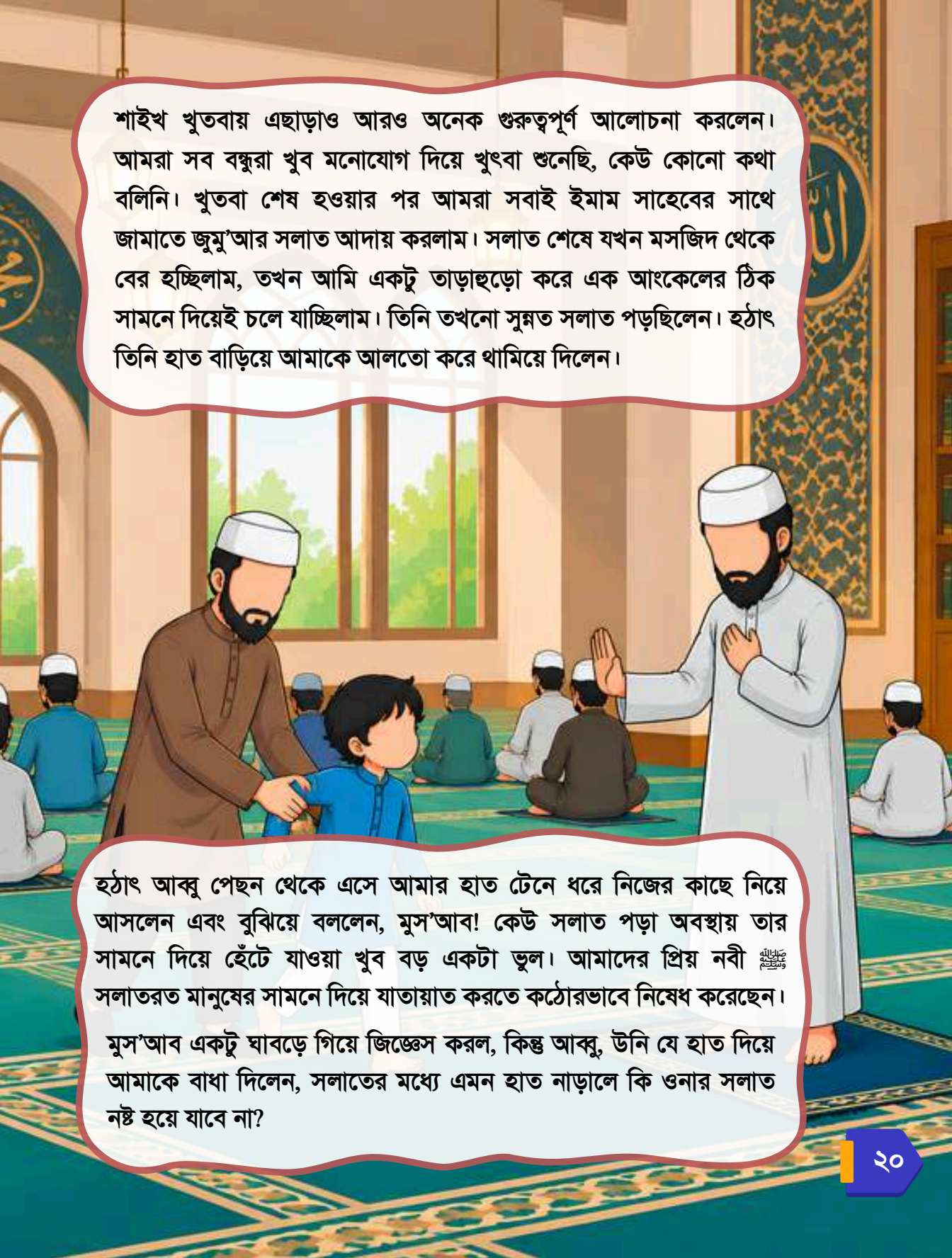
TIFLOON Publishing



আব্বু হেসে সাফওয়ানের মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন, না বাবা, ছেলেদের জন্য বাইরে যাওয়ার সময় সুগন্ধি বা আতর লাগানো সুন্নাহ! বিশেষ করে জুমু'আর দিন মসজিদে যাওয়ার আগে সুন্দর করে আতর লাগালে গুনাহ তো হয়ই না, বরং নবীজী ﷺ-এর সুন্নাহ পালনের অনেক সওয়াব পাওয়া যায়!

(মিশকাত ১৩৮১নং)

এরপর আব্বু বললেন, মুস'আব, আমার মিসওয়াকটা এনে দাও তো! আর তোমাদের দু'জনের জন্যেও মিসওয়াক রাখা আছে নিয়ে এসো।



শাইখ খুতবায় এছাড়াও আরও অনেক গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করলেন। আমরা সব বন্ধুরা খুব মনোযোগ দিয়ে খুৎবা শুনেছি, কেউ কোনো কথা বলিনি। খুতবা শেষ হওয়ার পর আমরা সবাই ইমাম সাহেবের সাথে জামাতে জুমু'আর সলাত আদায় করলাম। সলাত শেষে যখন মসজিদ থেকে বের হচ্ছিলাম, তখন আমি একটু তাড়াহুড়ো করে এক আংকেলের ঠিক সামনে দিয়েই চলে যাচ্ছিলাম। তিনি তখনো সুন্নত সলাত পড়ছিলেন। হঠাৎ তিনি হাত বাড়িয়ে আমাকে আলতো করে থামিয়ে দিলেন।

হঠাৎ আব্বু পেছন থেকে এসে আমার হাত টেনে ধরে নিজের কাছে নিয়ে আসলেন এবং বুঝিয়ে বললেন, মুস'আব! কেউ সলাত পড়া অবস্থায় তার সামনে দিয়ে হেঁটে যাওয়া খুব বড় একটা ভুল। আমাদের প্রিয় নবী ﷺ সলাতরত মানুষের সামনে দিয়ে যাতায়াত করতে কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন।

মুস'আব একটু ঘাবড়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করল, কিন্তু আব্বু, উনি যে হাত দিয়ে আমাকে বাধা দিলেন, সলাতের মধ্যে এমন হাত নাড়ালে কি ওনার সলাত নষ্ট হয়ে যাবে না?

গল্পে গল্পে আদব সিরিজ ০৩



ঘুমের আদব

জাহিদ হাসান

TIFLOON Publishing

ঘড়িতে তখন রাত আটটা বাজে। আমি আর আমার ছোট ভাই সাফওয়ান মন দিয়ে আমাদের স্কুলের হোমওয়ার্ক করছি। আমরা কিন্তু কখনোই বেশি রাত জেগে পড়াশোনা করি না। আমাদের বাসায় একটা খুব সুন্দর নিয়ম হচ্ছে, এশার সলাতের পর আর বেশি রাত পর্যন্ত জেগে থাকা যাবে না।

কারণ রাসূল (ﷺ), এশার নামাজের পর কোনো জরুরি প্রয়োজন ছাড়া অযথা গল্পগুজব করা বা জেগে থাকা একদম অপছন্দ করতেন। (বুখারী হা/৫৬৮)।

তাই আমি আর সাফওয়ান ঠিক করেছি, আমরা রাতের পড়া তাড়াতাড়ি শেষ করে জলদি ঘুমিয়ে পড়ব।



তারপর ভোরে একদম ফজরের সলাতের পর ঘুম থেকে উঠে বাকি পড়াগুলো শেষ করব। আব্বু আমাদের বলেছেন, ফজরের পর আমাদের মন আর মাথা একদম সতেজ থাকে! তখন একটুও ঘুম পায় না, কোনো ক্লান্তিও লাগে না। তাই ওই সময়ে পড়াশোনা করলে খুব সহজে পড়া মুখস্থ হয়ে যায় আর পড়াশোনায় অনেক বেশি মন বসে!


আমাদের প্রিয় নবী (ﷺ) বলেছেন, যে ব্যক্তি ওযু অবস্থায় রাত্রি যাপন করে তার সাথে এক ফিরিশতাও রাত্রিযাপন করেন। সুতরাং যখনই সে জাগ্রত হয় তখনই ঐ ফিরিশতা বলেন, হে আল্লাহ! তোমার বান্দা অমুককে ক্ষমা করে দাও, কারণ সে ওযু অবস্থায় রাত্রি যাপন করেছে। (সহীহ তারগীব ৫৯৪)
সাফওয়ান অবাক হয়ে বলল, ও! তাই নাকি? তাহলে আমি এখনই অযু করতে যাচ্ছি। ভাইয়া, তুমি একটু দাঁড়াও, আমি একা ভয় পাব।
মুস'আব বলল, ভয় পেয়ো না, তুমি তো এমনিতেই খুব সাহসী! আমি দরজা-জানালাগুলো বন্ধ আছে কিনা চেক করছি, তুমি অযু করে নাও।

গল্পে গল্পে আদব সিরিজ ০৪



জাহিদ হাসান

TIFLOON Publishing

তারপর আমরা হেঁটেই বাসস্ট্যান্ডে পৌঁছালাম। আব্বু আগ থেকেই টিকেট কেটে রেখেছিলেন। কিছুক্ষণ পর বাস এলো। আমরা "বিসমিল্লাহ" বলে বাসে উঠে বসলাম। আব্বু আমাদের সফরের দু'আ পড়তে বললেন।



سُبْحَانَ الَّذِيْ سَخَّرَ لَنَا هٰذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِيْنَ، وَإِنَّا إِلٰى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ
اَللّٰهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ فِيْ سَفَرِنَا هٰذَا الْبِرَّ وَالتَّقْوٰى، وَمِنَ الْعَمَلِ مَا تَرْضٰى اَللّٰهُمَّ
هَوِّنْ عَلَيْنَا سَفَرَنَا هٰذَا وَاطْوِ عَنَّا بُعْدَهُ، اَللّٰهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِيْ السَّفَرِ
وَالْخَلِيْفَةُ فِي الأَهْلِ، اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ وَكَآبَةِ الْمَنْظَرِ
وَسُوْءِ الْمُنْقَلَبِ فِي الْمَالِ وَالأَهْلِ


সলাত শেষ করে আমরা আবার বাসে উঠে বসলাম। বাসটা ছুটতে শুরু করল। জানালা দিয়ে সবুজ মাঠ, দূরের পাহাড় আর আকাশের নীল রঙ দেখতে দেখতে আমরা আল্লাহর যিকর করতে লাগলাম। ফাতিহা বলল, আব্বু, আল্লাহ কত মেহেরবান! তিনি আমাদের এত সুন্দর পৃথিবী দিয়েছেন।
আব্বু হেসে বললেন, হ্যাঁ, আম্মু। তিনি আমাদের অনেক বেশি ভালোবাসেন। আমাদের একমাত্র কাজ আল্লাহ্ তা'আলার ইবাদত করা ও তাঁকে খুশি করা।

গল্পে গল্পে আদব সিরিজ ০৫

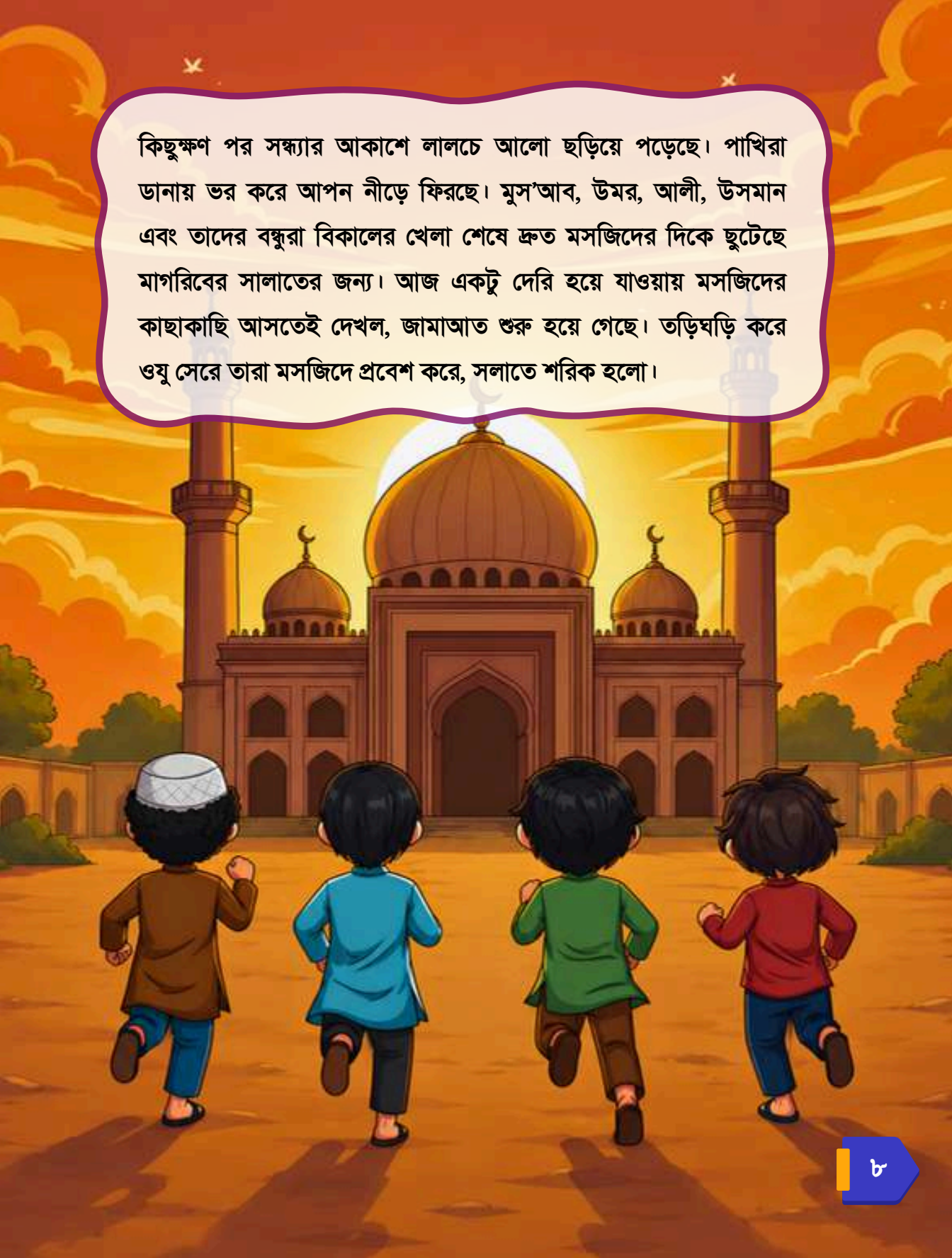
বাথরুমের আদব

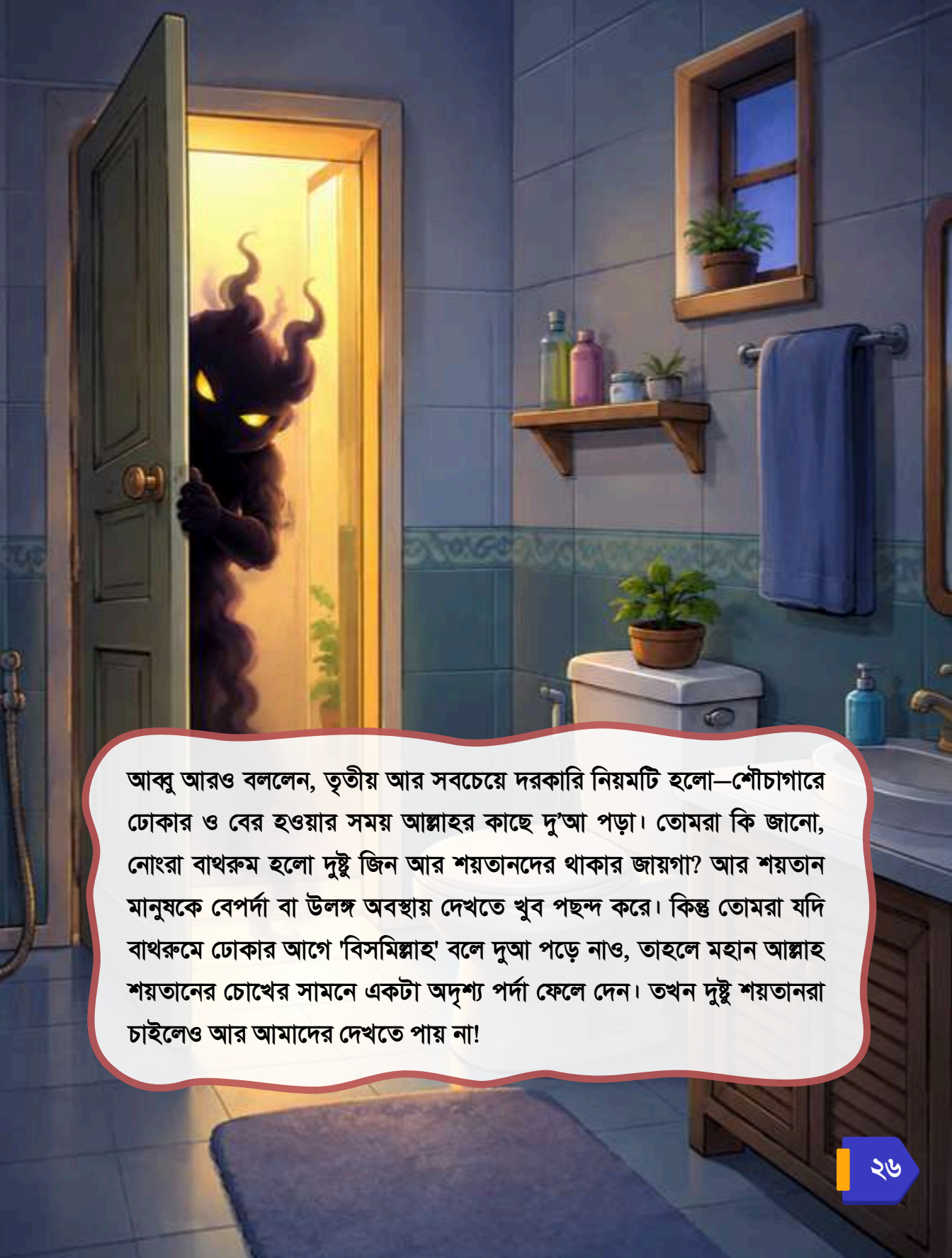


জাহিদ হাসান

TIFLOON Publishing

কিছুক্ষণ পর সন্ধ্যার আকাশে লালচে আলো ছড়িয়ে পড়েছে। পাখিরা ডানায় ভর করে আপন নীড়ে ফিরছে। মুস'আব, উমর, আলী, উসমান এবং তাদের বন্ধুরা বিকালের খেলা শেষে দ্রুত মসজিদের দিকে ছুটেছে মাগরিবের সালাতের জন্য। আজ একটু দেরি হয়ে যাওয়ায় মসজিদের কাছাকাছি আসতেই দেখল, জামাআত শুরু হয়ে গেছে। তড়িঘড়ি করে ওযু সেরে তারা মসজিদে প্রবেশ করে, সলাতে শরিক হলো।





আব্বু আরও বললেন, তৃতীয় আর সবচেয়ে দরকারি নিয়মটি হলো—শৌচাগারে ঢোকার ও বের হওয়ার সময় আল্লাহর কাছে দু'আ পড়া। তোমরা কি জানো, নোংরা বাথরুম হলো দুষ্টু জিন আর শয়তানদের থাকার জায়গা? আর শয়তান মানুষকে বেপর্দা বা উলঙ্গ অবস্থায় দেখতে খুব পছন্দ করে। কিন্তু তোমরা যদি বাথরুমে ঢোকার আগে 'বিসমিল্লাহ' বলে দুআ পড়ে নাও, তাহলে মহান আল্লাহ শয়তানের চোখের সামনে একটা অদৃশ্য পর্দা ফেলে দেন। তখন দুষ্টু শয়তানরা চাইলেও আর আমাদের দেখতে পায় না!